তারিখ 29 FEB 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা বেকারত্ব বাড়াচ্ছে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

অথচ বিশ্বের অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বিভাগ খুলছে। কোনো কোনো দেশে বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী বিভাগ চালুর ক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবস্থাও রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে দেশটির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ভর্তুকি দিচ্ছে ১৯৯০ সাল থেকে। চীন, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর অনুমতি দিয়েছে। থাইল্যান্ডের সুরানারি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অধ্যয়নরত অবস্থায়ই শিক্ষার্থীদের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে। ফলে শিক্ষাকাল শেষেই চাকরি মেলে শিক্ষার্থীদের।

বাংলাদেশেও চাহিদার সঙ্গে নতুন নতুন বিভাগ খোলার উদ্যোগ দেখা যায়, তবে তা পর্যাপ্ত নয়। ওষুধ খাতের সম্প্রসারণের পর ফার্মেসি বিভাগ খোলা হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। টেলিযোগাযোগ খাতের সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ চালু করেছে। তবে বেসরকারি খাতের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে সময়োপযোগী বিভাগ চালু করছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। প্লাস্টিক শিল্প খাত সম্প্রসারিত হলেও এ খাতের জন্য কোনো বিভাগ চালু হয়নি দেশে। দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়লেও মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা নেই। পোল্ট্রি খাত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করলেও এ খাতে দক্ষ জনবল খুঁজতে মালিকদের তাকাতে হয় ভারত-শ্রীলঙ্কার দিকে। তিন দশক ধরে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে বিবেচিত হলেও এ খাতে উচ্চশিক্ষায় ভরসা কেবল বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইল এবং সরকারি-বেসরকারি ১৫টি প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি খাতের শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি ফ্যাশন বিভাগ চালুর পর সম্প্রতি বিজিএমইএর উদ্যোগ একটি ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন ইউনিভার্সিটি হয়েছে। তবে বিজিএমইএর বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। অথচ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিদেশি কর্মী কাজ করে তৈরি পোশাক খাতে।

বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে বড় ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি স্বীকার করে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, সাত বছর ধরে সরকার অবকাঠামো খাত উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে। সামনের দিনগুলোতে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করা।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, অনেক দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়েছে। পোল্যান্ডের সরকার ১৯৯১ সালে একটি রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠন করেছে, যারা শিল্প খাতের চাহিদার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের সমন্বয়ে কাজ করে। চীন সরকার বেকারত্ব কমাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের ধরনে পরিবর্তন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করছে। উচ্চশিক্ষিতদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য ছোট ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রণোদনা চালু করেছে। এই নীতির কারণে ২০০৮ সালে যেখানে স্নাতক পাস করা শিক্ষার্থীদের চাকরি পাওয়ার হার ছিল ৭০ শতাংশ, পরের বছরই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭ শতাংশে। মরক্কোর সরকার দেশটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে পড়ার সময়ই মেটালার্জিক, মেকানিক ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় করে আরো দক্ষ করে তুলতে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেসরকারি খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। যদিও ব্যতিক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)। আইবিএর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরাসরি শিক্ষার্থীদের চাকরি দিচ্ছে। আইবিএর পরিচালক জি এম চৌধুরী বলেন, 'বেসরকারি খাতের কিছু প্রতিষ্ঠান এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষার্থীদের চাকরি দিচ্ছে। শিক্ষার্থীরা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন বিভাগ থেকে ডিগ্রি নিয়েছে সেটি চাকরির বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রায় সবাই পড়াশোনা শেষ করার সাথে সাথে কিংবা এরও আগে চাকরি পেয়ে যায়।'

যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের চাহিদা ও জোগানের তথ্য প্রতি মাসেই হালনাগাদ করা হয়। ফলে কোনো একটি খাতে কী পরিমাণ শূন্য পদ রয়েছে, ভবিষ্যতে খাতটিতে আরো কী পরিমাণ দক্ষ জনবলের দরকার হবে, সে সম্পর্কে আগাম তথ্য থাকে দেশগুলোর কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে। ফলে শিক্ষার্থীরাও ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে, কোথায় পড়বে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো তথ্যভাণ্ডার নেই।

বিদেশে ইন্টার্নশিপের সময় একজন শিক্ষার্থীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ইন্টার্নের পেছনে প্রতিষ্ঠান ব্যয় করে অর্থ, দেয় বেতন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির শিক্ষার্থী বাংলাদেশি মেয়ে বৃষ্টি শিকদার। তিনি এখন স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রথম বছর ইন্টার্নশিপ করেছেন গুগলের সদরদপ্তর ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউতে। এবার ছয়টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইন্টার্নশিপের প্রস্তাব পাওয়ার কথা জানিয়ে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গুগল, মাইক্রোসফট, টুইটার, রিভি ইন্ডিড ও কোরা থেকে অফার পেয়েছি। যখন এসব কম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে গেছি, তখন আমার বিমানভাড়া থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের খরচ—সব কিছুই তারা দিয়েছে। এমনকি একটা কম্পানি আমাকে সানফ্রান্সিসকো ঘোরার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছে।' তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতে চাকরির জন্য কোথাও জীবনবৃত্তান্ত দিলে সেখানে ইন্টার্নশিপের কথা উল্লেখ থাকলে বাড়তি গুরুত্ব পাওয়া যায়।

তবে বাংলাদেশে ইন্টার্নশিপের অবস্থা পুরোপুরি ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ করে দেয় না। শিক্ষার্থীদের নিজ দায়িত্বে প্রতিষ্ঠান খুঁজে নিতে হয়। আর কম্পানিগুলোও ইন্টার্নদের প্রতিষ্ঠানে জায়গা দিতে রাজি থাকে না। ইন্টার্নকালীন বেতন, যাতায়াত কিংবা খাবার ভাতাও দেওয়া হয় না। প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যেখানে হয়, সেখানে ভিড়তে দেওয়া হয় না তাদের। এতে ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ হয় না বাংলাদেশের ইন্টার্নদের। ফলে মৌখিক পরীক্ষার সময় তাদের বিষয়ে নিয়োগ দাতাদের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

'বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ভর্তিহার, স্নাতকদের নিম্ন চাকরি হার' নামে প্রকাশিত 'দ্য ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্ট' ২০১৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার সরকারগুলোর নীতি-নির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরি দাতাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার মান খুবই নিম্ন এবং চাকরিদাতারা দুই ধরনের দক্ষতার সংকট অনুভব করেন। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ প্রবৃদ্ধির খাতগুলোয় নিয়োগ পাওয়ার মতো বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীর অভাব। কখনো কখনো স্নাতকধারীদের মধ্যে এ ধরনের দক্ষতা থাকলেও তাদের নিয়োগ দেওয়া যায় না। কারণ ইংরেজি ভাষা, কম্পিউটার ও যোগাযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকে না। এর কারণ হিসেবে প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাঁচ বছর পর পর বিভাগ পুনর্মূল্যায়ন করে। কিন্তু চাকরি পাওয়া যায়, এমন বিষয়ে পড়ানোর অধ্যাপক ও প্রভাষক পাওয়াও দুষ্কর। ফলে যেসব শিক্ষার্থী পাস করে বেরুচ্ছে, তারা খুবই নিম্নমানের হয় এবং এসব শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার মিল থাকে না।

বেকারত্বের অভিশাপের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আরেক ভোগান্তি ব্যাংক ড্রাফট ও পে অর্ডার। চাকরিপ্রার্থীরা বলে, সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব চাকরির আবেদনেই পে অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট বাবদ গুনতে হয় শত শত টাকা। অথচ ইন্টারভিউ কার্ড কিংবা লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র আসবে কি না, তারও নিশ্চয়তা নেই। বাস্তবে নিয়োগসংক্রান্ত ব্যয়ের চেয়েও অনেক বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে বেকারদের কাছ থেকে। যেসব চাকরিতে আবেদন ফি ৩০০ টাকা, সেখানে আবেদন, আবেদনপত্র পাঠানোসহ আনুষঙ্গিক কাজে কম করে হলেও ৫০০ টাকা খরচ হয়ে যায়। ৫০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট হলে সব মিলিয়ে লেগে যায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা।

তারা জানায়, আগে বিসিএস পরীক্ষার ফি ছিল ৫০০ টাকা। এখন কোটার বাইরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আবেদন ফি বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭০০ টাকা। একজন বেকার শিক্ষার্থী এত টাকা কোথায় পাবেন? ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন করেন দুই লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন শিক্ষার্থী। এতে ফি জমা পড়েছে ১৫ কোটি টাকারও বেশি। অথচ অর্ধেকেরও বেশি আবেদনকারী বাদ পড়েন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিয়েই। উন্নত বিশ্বে চাকরির আবেদন করতে পয়সা তো লাগেই না, উল্টো কোনো কোনো দেশে বেকারদের জন্য ভাতা চালু আছে।

চাকরিপ্রার্থীরা বলছে, কোনো প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজনেই নতুন কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়, তাই নিয়োগপ্রক্রিয়ার সব খরচও তাদেরই বহন করা উচিত।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর কালের কণ্ঠকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তত্ত্বগত শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বেসরকারি খাতের কর্মপরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। সরকারি, বেসরকারি উদ্যোক্তা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারে। তাহলেই উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা প্রকৃত অর্থে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে।

এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ বলেন, বেসরকারি খাতে অবশ্যই উচ্চ শিক্ষিত লোকের দরকার আছে। তবে শিক্ষার সঙ্গে তাদের কারিগরিভাবে দক্ষও হতে হবে। অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে কারিগরি জ্ঞান দিতে হবে। আর দ্বাদশ শ্রেণি থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অন্তত ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। তাহলেই চাকরির ক্ষেত্রে তাদের নিয়ে টানাটানি করবে নিয়োগ দাতারা।